দৈনিক

তারিখ ... 3 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ নিয়োগে ঘুষবাণিজ্যের পাঁয়তারা

খালিদ আবু, পিরোজপুর ●

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি উপজেলার শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগে একবছর আগে পরীক্ষা নেওয়া হলেও অজ্ঞাত কারণে তা বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে আবার পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ নিয়োগে অনিয়ম ও ঘুষবাণিজ্যের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর গত ২৫ জুলাই অভিযোগ করেছেন উপাধ্যক্ষ প্রার্থী সঞ্জয় মণ্ডল।

প্রার্থী সঞ্জয় মণ্ডল তার অভিযোগে বলেছেন, কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম এ আউয়াল পর্ষদের বেশির ভাগ সদস্যকে ভয়ভীতি দেখিয়ে রেজুলেশন বইতে সই নিয়ে আগের পরীক্ষা বাতিল করেছেন। এরপর গত ৬ জুলাই সাজানো নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আবেদন বাছাই, সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাপরিচালকের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভা ডাকা হয়। কিন্তু সভায় অবৈধ নিয়োগপ্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও অর্থবাণিজ্যের পূর্বাভাস পেয়ে পরিচালনা পর্ষদের বেশির ভাগ সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি রুনা লায়লা ও অভিভাবক সদস্য মো. মাহবুবুর রহমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। এরপরও অনুপস্থিত সব সদস্যকে রেজুলশন বইতে সই করার জন্য ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন এমপির পছন্দের প্রার্থী মো. শওকত আকবর। শুধু তাই নয়, প্রভাষক শওকত আকবর পদত্যাগকারী শিক্ষক প্রতিনিধি রুনা লায়লাকে রেজুলিউশন বহিতে স্বাক্ষর করানোর জন্য নানা ভয়-ভীতি, টেলিফোনে হুমকি, এমনকি স্বাক্ষর না করলে বেতন-ভাতা বন্ধের হুমকি দিচ্ছেন বলে একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন। একজন প্রভাষক শওকত আকবর নিজেকে এতই ক্ষমতাধর মনে করেন যে তিনি দাম্ভিকতার সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বললেও এ নিয়োগ কেউ ঠেকাতে পারবেন না। তারা নিজ নিজ পদে চাকরি পাবেন এবং এ প্রক্রিয়াটি এমপি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা সম্পাদন করবেন।

নিয়োগ প্রত্যাশী একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এ কে এম এ আউয়ালের চাওয়াতেই কলেজেরই ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের প্রভাষক মো. শওকত আকবরকে অধ্যক্ষ পদে এবং রাজবাড়ী কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মো. আমিনুল ইসলামকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিতে ভাঙা হচ্ছে সব নিয়মনীতি।

নিয়োগপ্রত্যাশীদের সূত্রে জানা গেছে, কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে ২০১৬ সালের ১১ জুলাই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিধিমোতাবেক নিয়োগ পরীক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের দুই প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ পদে আবেদনকারী শওকত আকবর ও উপাধ্যক্ষ পদে আবেদনকারী মো. আমিনুল ইসলাম ভালো ফলাফল না করায় ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করেই চলতি বছরের ২১ মে একই পদের বিপরীতে আবারও পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ। এতে আগের বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে কোনো উল্লেখ করা হয়নি। যা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত।

স্বরূপকাঠির শহীদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজ

প্রথম নিয়োগে অংশ নেওয়া এক শিক্ষক বলেন, কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ কে এম এ আউয়াল। এ বিষয়ে মুখ খুললে তার রোষানলে পড়তে হবে। নিয়োগ নিয়ে যা হচ্ছে সবই ব্যক্তি ইচ্ছার প্রতিফলন, বিধিমোতাবেক শব্দটি শুধু কাগজে।

নিয়োগপ্রত্যাশী এক শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নির্দিষ্ট দুজনের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা নিয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়োগ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের মধ্যে মো. শওকত আকবর নিজে প্রার্থী হয়েও নিয়োগসংক্রান্ত সভায় উপস্থিত থাকেন, রেজুলেশন লেখেন। এটা পুরোপুরিভাবেই নিয়োগের নিয়ম লঙ্ঘন। ওই শিক্ষক জানান, প্রথমবার নিয়োগ পরীক্ষায় ৯-১০ জন প্রার্থী অংশ নেন। বিধি অনুযায়ী সবার উপস্থিতিতে পরীক্ষা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিজি প্রতিনিধিরা ফল সিলগালা করে কর্তৃপক্ষের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। সেই পরীক্ষায় যাদের ফল ভালো হয়েছে, তাদের নিয়োগ দিলে স্বার্থরক্ষা হবে না বিধায় ফল প্রকাশ করা হয়নি। এখন আবার নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে এক হাজার টাকা ব্যাংক ড্রাফটে আবেদন করতে বলা হয়েছে।